দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

02

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাবর্ষ ও নকল প্রবণতা

বিগত কয়েক বছর থেকে নকল যেন ছাত্রদের পরীক্ষা পাসের সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নকল ছাড়া যেন পাস করাই যায় না। কোথাও ফ্রি ষ্টাইলে আবার কোথাও গোপনে এ নকল চলে আসছে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। প্রতি বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করা ও নকল সরবরাহের দায়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী এবং অনেক শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়।

সরকার নকল প্রবণতা রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। ফলে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ের ৫০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ পাবে না। তবে এটা নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদের ভূমিকার উপর নির্ভর করবে। নকল প্রবণতা রোধে এ বছর শিক্ষকদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষায় কি নকল প্রবণতা হ্রাস পাবে? এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ ২ বছর। কিন্তু প্রতি বছরই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশ বই যেমনঃ বাংলা, ইংরেজী, গণিত এবং ভূগোলের কোর্স নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে প্রায়ই শেষ হয়ে যায়। এবং দশম শ্রেণীতে আবার পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। ফলে দশম শ্রেণীতে তাদের তেমন কোন পড়ার চাপ থাকে না। এ কারণে তাদের ২ বছর শিক্ষাবর্ষ যথেষ্ট। কিন্তু কার্যত দেখা যায় প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষা মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রের জুন-জুন বছর গণনা করা হয়। এসএসসি পরীক্ষা ও ফলাফল দেরীতে হওয়ায় কলেজে ভর্তি করানো হয় সেপ্টম্বর-অক্টোবর মাসে। ফলে ১ম বর্ষের ছাত্ররা সময় পায় মাত্র ৭/৮ মাস। এ সময় তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ ২য় বর্ষে উঠে ১ম বর্ষের অসমাপ্ত পড়া শেষ করার মোটেই সময় থাকে না। ফলে পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রদের সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয় না। তাই অধিকংশ ক্ষেত্রে নকলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে ফলাফল ভাল করতে পারে না।

এসএসসি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে জানুয়ারী-ডিসেম্বর বছর গণনা করা হয়। এ হিসাবে ২ বছর শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে তাদের পরীক্ষা নেওয়া যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফলাফল বের হবার পর অনায়াসেই মে-জুন মাসে কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। এতে কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্ররা পর্যাপ্ত সময় পাবে। এ ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বেলায়ও পর্যাপ্ত সময় বহাল থাকবে।

এসএসসি পরীক্ষার তুলনায় এইচএসসি পরীক্ষায় ২ বছর সময় মোটেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তারপরও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা ২ বছর সময় পাচ্ছে না। এতে ভবিষ্যতে সেশনজটের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সেশনজট ও নকল প্রবণতা হ্রাসের কথা বিবেচনা করে ২ বছরের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করি। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—এম এ ফারুকী